সংবাদ

তারিখ ... 25 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক উসকানি মৌলবাদীদের আস্ফালন কঠোরভাবে দমন করুন

শিক্ষক নির্যাতন ও অপমান করার মতো জঘন্য অপরাধের দায়ভার ভিন্ন খাতে প্রবাহের উদ্দেশ্যে সেলিম ওসমানের সমর্থনে নারায়ণগঞ্জে উৎকট সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে। নরায়ণগঞ্জে ওসমান পরিবারের এ কৌশল নতুন নয়।

সংবাদসহ একাধিক সহযোগী দৈনিত গত রোববার এ ধরনের ঘৃণা প্রচারণা (হেইট ক্যাম্পেইন) সংক্রান্ত খবরটি প্রকাশ করে।

সেলিম ওসমান এমপির সমর্থনে গত শুক্রবার নগরীতে অনুষ্ঠিত তথাকথিত 'সর্বস্তরের মুসলিম জনতা'র ব্যানারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে হেফাজত ও অন্য ধর্মভিত্তিক সংগঠনের নেতাদের দেয়া বক্তব্য স্থানীয় ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অনবরত সম্প্রচার করা হয়। সেখানে উৎকট সাম্প্রদায়িক ঘৃণা প্রচার করা হচ্ছে। নিগৃহীত শিক্ষকের ৭২ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার, শিক্ষামন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্তের দাবিও অনবরত প্রচার করা হাচ্ছে। সরকার হিন্দু বাবুদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছে। এখন তারাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে- এ জাতীয় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে।

এ মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জের ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রচার বন্ধ করতে আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। তা না হলে নারায়ণগঞ্জে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে পড়বে। শুধু প্রচার বন্ধই করলেই হবে না। ক্যাবল নেটওয়ার্কের মালিককেও গ্রেফতার করতে হবে। খবরানুযায়ী একটি গোষ্ঠী গোটা নারায়ণগঞ্জের ক্যাবল সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এ গোষ্ঠীটি সম্পূর্ণই ওসমান পরিবারের নিয়ন্ত্রণে।

নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের জ্ঞাতসারে কিভাবে এ উৎকট সাম্প্রদায়িক ঘৃণা প্রচারিত হচ্ছে তারও তদন্ত হওয়া দরকার। খবর বলছে, এ ধরনের প্রচারণায় নারায়ণগঞ্জের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এ আস্থাহীনতা দূর করতে হলে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনেরও ব্যাপক রদবদল করতে হবে। একই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কোণঠাসা করতে শুধু নারায়ণগঞ্জ নয়, দেশব্যাপী অসাম্প্রদায়িক শক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে। ওসমান পরিবারের এ পুরনো খেলা বন্ধ করতে ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি করতে হবে। গোটা বিষয়টি শুধু পত্রিকায় বিবৃতিদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

অতীতেও দেখা গেছে, নিজেদের কায়েমি স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এ ওসমান পরিবার স্থানীয় ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনকে ব্যবহার করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ ব্যাপারে আমরা ছাত্র ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, স্থানীয়ভাবে তাদের সংগঠন সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, এর দায় তাদের নিতে হবে।

শিক্ষক নিগ্রহকে ঘিরে নারায়ণগঞ্জে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইনের পথেই সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। এখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে যেমন নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে, তেমনি রাজনীতিকদেরও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে। কোন সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের সুযোগ না পায় সেটা দেখতে হবে সব মহলকেই।

তবে এ মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। কালবিলম্ব না করে নারায়ণগঞ্জে 'হেইট ক্যাম্পেইন' থামাতে হবে।